'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের লক্ষণ সঙ্গতি ব্যক্ত হওয়ায় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'রঘুবংশম্' সার্থক মহাকাব্য।

২। **'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অনুসরণে সূর্যবংশীয় রাজন্যবর্গের গুণাবলী বর্ণনা কর এবং উক্ত গুণাবলী মহারাজ দিলীপে কতদূর পরিস্ফুট তার পরিচয় দাও।**

উঃ *পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসা।*
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব।।

অলোক সামান্য প্রতিভার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার নিয়েই মহাকবি কালিদাস সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালিদাস বিশ্বসাহিত্যসভায় যে কাব্যকুসুমাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম রঘুবংশম্ মহাকাব্য। মহাকবি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ, ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি কাহিনী উপজীব্য করে ঊনবিংশতি সর্গে শৃঙ্গার রসাত্মক মহাকাব্য রঘুবংশম্ রচনা করেন। এই মহাকাব্যের সূচনাপর্বে মহাকবি সূর্যবংশীয় রাজন্যবর্গের দুর্লভ গুণাবলীর অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেছেন।

জগজ্জননী পার্বতী ও জগজ্জনক পরমেশ্বরের বন্দনা করে স্বাহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক মহাকবি কালিদাস সূর্যবংশীয় রাজন্যবর্গের গুণাবলীর বর্ণনা করেন।

ইক্ষ্বাকুরাজন্যবর্গ আজন্ম পরিশুদ্ধ। তাঁরা অধ্যবসায়ী। তাই ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। সমুদ্রপর্যন্ত বিস্তৃত তাঁদের শাসন। তাঁরা সার্বভৌম ও ঐশ্বর্যশালী। তাঁদের রথের গতি স্বর্গপর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ণাশ্রমবিধি অনুসারে তাঁরা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, প্রার্থীদের প্রার্থনা পূরণ করেন। অপরাধীর অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে তাঁরা উপযুক্ত দণ্ড বিধান করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁদের রাজধর্ম। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে তাঁরা বিহিত কর্ম সম্পাদন করতেন।

সূর্যবংশীয় নৃপতিগণ সৎপাত্রে বিনিয়োগের জন্য অর্থসঞ্চয় করতেন, ভোগবিলাসের জন্য নয়। তাঁরা সকলেই সত্যবাদী ছিলেন, আর সেই জন্যই তাঁরা ছিলেন মিতভাষী। অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বর তাঁরা পরিহার করতেন। তাঁরা যুদ্ধ করতেন রাজ্যবিস্তারের জন্য নয়। সপ্তদ্বীপা রত্নপ্রসূ ধরিত্রীর তাঁরা একচ্ছত্র সম্রাট, ফলে তাঁদের রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন নেই। যশোলাভের জন্যই তাঁরা কেবল যুদ্ধ করতেন। যথাকালে সন্তানপ্রাপ্তির জন্য তাঁরা বিবাহ করতেন, ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার জন্য নয় —

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্।।

সূর্যবংশজ নৃপতিবর্গ শৈশবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে বিষয়ভোগ,

বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনির ন্যায় জীবনযাপন এবং অন্তিম বয়সে ধ্যানযোগে পরমাত্মাচিন্তায় শরীর ত্যাগ করতেন। এভাবে বর্ণাশ্রমধর্মের মূর্ত প্রতীক ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপগণ —

শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।

বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।।

ভুবন বিদিত সূর্যবংশীয় রাজন্যবর্গের গৌরবগাথা কবি কালিদাসও শুনেছেন। তাঁদের গৌরবগাথা বর্ণনা করতে কবি উৎসাহী। কিন্তু তাঁর ভয়, দুর্বল কবিত্বশক্তির ফলে তাঁর বর্ণনা রঘুরাজগণের গুণের সমানুপাতিক যদি না হয়। তাই নিজেকে কখনো 'ভেলায় চেপে সাগর পারের' মতো অবিমৃষ্যকারী, কিংবা 'প্রাংশুলভ্যেফলে উদ্বাহুবামনরিব' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাস, পূর্বজকবি বাল্মীকি প্রমুখ ব্যক্তিগণ রঘুবংশের যে প্রবেশদ্বার নির্মাণ করেছেন, অনুজ কবি হিসেবে তিনি সেই কাব্যমার্গ অবলম্বন করেই তাঁদের গুণকীর্তনে ব্রতী হবেন —

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।

মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।।

সূর্যবংশের অন্যতম কীর্তিমান উত্তর সাধক মহারাজ দিলীপ। মহাকবি দিলীপের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত —

তদন্বয়ে শুদ্ধমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।।

দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব।

ক্ষীর সমুদ্রে জাত নির্মল চন্দ্রের ন্যায় বৈবস্বত মনুর বংশে দিলীপের আবির্ভাব। তিনি দৈহিক শক্তিতে ও প্রজ্ঞায় অন্য রাজাদের অতিক্রম করেছেন। সুমেরু পর্বতের ন্যায় তিনি গুণাকর। অমিত বিক্রমে তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রজাদের অনুশাসিত করেন। তাঁর চরিত্রে যুগপৎ কোমল ও কঠোরতার সহাবস্থান। তাঁর সুশাসনের ফলে প্রজাগণ মনুর বিধি অনুসরণ করে চলেন এবং শতবর্ষ পর্যন্ত নিরুপদ্রব জীবন ভোগ করেন। সফল মন্ত্রণার জন্য তাঁর সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম ফলে পরিণত হয়।

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।

ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।।

শত্রু-মিত্রে সমদর্শী দিলীপ। প্রজাদের থেকে গৃহীত কর তিনি বহুগুণে বর্ধিত করে প্রজাকল্যাণ সাধন করেন। নিরাসক্তভাবে 'রাজ্যাশ্রমমুনি' রাজ্য পরিচালনা করেন। ধার্মিক রাজা দিলীপ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রকৃত নিয়ামক। মহাকবি দিলীপের গুণবর্ণনায় অক্লান্ত। মহারাজ দিলীপ জ্ঞান-শক্তি-ত্যাগের এক অপূর্ব সমন্বয় মূর্তি—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।

গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।।

৪. উপমা কালিদাসস্য — ব্যাখ্যা কর।

অলোকসামান্য প্রতিভার উত্তরাধিকারী কবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে উপমা অলঙ্কারের কবিরূপে প্রসিদ্ধ। উপমা সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের অন্যতম। নাট্যাচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রগ্রন্থে যে চারটি অলঙ্কার স্বীকার করেছেন উপমা সেগুলির অন্যতম। এই অলঙ্কারে উপমান ও উপমেয়ের অবৈধর্ম্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অলঙ্কারের সংজ্ঞায় বলেছেন —

সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমাদ্বয়োঃ।

বিষয়ের সহজ ও যথাযথ প্রকাশনে উপমালঙ্কার অনন্য। কালিদাসের কবিপ্রতিভায় উপমালঙ্কারের সাথে প্রসাদ গুণ ও বৈদর্ভীরীতির সমন্বয় ঘটেছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের এই ত্রিবেণী সঙ্গম কালিদাস প্রতিভাকে যথার্থই ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছে।

কবিমাত্রেরই অন্যতম প্রিয় অলঙ্কার উপমা। কালিদাস ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের আরো অনেক কবি উপমালঙ্কারকে তাঁদের কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চিত্রমীমাংসাকার অপ্পয় দীক্ষিত উপমাকে কাব্যরঙ্গমঞ্চে নৃত্যরতা নায়িকার সাথে তুলনা করেছেন —

উপমৈকা শৈলূষী সম্প্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদাৎ।
রঞ্জয়তি কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্‌বিদাংচেতঃ।।

আলঙ্কারিক বামনও উপমালঙ্কারের অর্থবৈচিত্র্যের কথা প্রকাশ করে বলেছেন —

এভির্নির্দিশর্নৈঃ স্ত্রীয়ৈঃ পরকীয়েশ্চ পুষ্কলৈঃ।
শব্দবৈচিত্র্যগর্ভেয়মুপমৈব প্রপঞ্চিতা॥

কবিসার্বভৌম কালিদাস উপমালঙ্কার প্রয়োগের স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নায়িকা শকুন্তলার রূপযৌবনের উপমায় কবি বলেন —

অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

নায়িকা শকুন্তলার অধর কিশলয়ের মতো রক্তাভ, বাহুযুগল চারাগাছের কাণ্ডের মতো সুটোল, আর সর্বাঙ্গে ফুলের মতো লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে। খণ্ডকাব্য মেঘদূতেও যক্ষবধূদের সৌন্দর্য প্রকাশে কবি উপমালঙ্কারেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন —

'তন্বীশ্যামাশিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'।

মহাকবি কালিদাস বর্ণনীয় বিষয়ের যথাযথ সৌন্দর্য প্রকাশে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কমকথায় অধিক বোঝাতে উপমালঙ্কার অতুলনীয়। রঘুবংশম্ মহাকাব্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে কবি তাঁর ইষ্টদেবতাযুগলের বিমূর্ত সম্বন্ধকে তুলে ধরতে বাক্ ও অর্থের মূর্তিমান অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপমা প্রয়োগ করে বলেছেন —

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।

জগন্মাতা পার্বতী ও ত্রিলোকনাথ পরমেশ্বর শিব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে একই দেহে বর্তমান। তাঁদের এই সম্বন্ধ ক্ষণিকের নয়, নিত্যসম্বন্ধ। যেমন কাব্যবিষয়ের বোধগম্যতায় শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ একান্তই অপরিহার্য। এভাবে নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থের সঙ্গে পার্বতী পরমেশ্বরের অবৈধর্ম্য সাম্য বাচ্য হওয়ায় এখানে উপমা অলঙ্কার হয়েছে।

গৌরবান্বিত সূর্যবংশের বর্ণনা কোন সাধারণ কবি কর্ম নয়। কবি স্বাহঙ্কার পরিহার করে কবিত্বশক্তির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে বলেছেন — 'উড়ুপেনাস্মি সাগরম্' কিংবা 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'। যেমন সুন্দর তেমনি সার্থক উপমা।

সন্তানলাভের আশায় মহারাজ দিলীপ ও রাজমহিষী সুদক্ষিণা একই রথে উপবিষ্ট হয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে যাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য রাজদম্পতির এই আশ্রমযাত্রা। কবি সুললিত ছন্দ ও ভাষার সাথে উপমালঙ্কারের প্রয়োগে তাঁদের কল্যাণযাত্রাকে উপমিত করেছেন। বর্ষার আকাশে বিদ্যুৎ ও মেঘের সহাবস্থান অন্নের কারণ বৃষ্টিকে আনয়ন করে। এই বৃষ্টির ফলে ধরিত্রী হয় অন্নময়ী, প্রাণময়ী। সুদক্ষিণা এখানে বিদ্যুৎ আর রাজা ঐরাবত মেঘ। বিদ্যুৎ আর ঐরাবতের উপমায় মহাকবি কল্যাণপ্রাপ্তিরই পূর্বাভাস দিলেন —

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।।

উপমা কবির স্বভাবসিদ্ধ, সকলরকম কৃত্রিমতাবর্জিত। রাজদম্পতি মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রমে যাচ্ছেন। পাশাপাশি উপবিষ্ট রাজা রাণীকে কবির মনে হলো যেন বসন্তপূর্ণিমার চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র —

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতো শুদ্ধবেষয়োঃ।
হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।।

রাজমহিষী সুদক্ষিণার উপমান রূপে চিত্রানক্ষত্র এবং রাজা দিলীপের উপমানরূপে চন্দ্রমার উপস্থাপন— তাঁদের কল্যাণ প্রাপ্তিরই সূচক।

পুনশ্চ মুনিদম্পতি অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের উপমান রূপে দেবী স্বাহা ও দেবতা অগ্নির উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাহা অগ্নির দাহিকাশক্তি, তেমনি দেবী অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের সাধনসঙ্গিনী।

একই ব্যক্তি অবস্থাবিশেষে ভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলায় মায়ের আদেশ ও ঋষিকার্যের মধ্যবর্তী দুষ্যন্তকে কবি সুন্দর উপমার দ্বারা পরিস্ফুট করেছিলেন —

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাৎ দ্বৈধী ভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতশৈলে স্রোতঃ স্রোতবহো যথা॥

মহারাজ দিলীপ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর। তাই তাঁর একদিক আলোকিত। অপরপক্ষে অনপত্যতার কারণে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপের কারণে তাঁর অন্যদিক তমসাচ্ছন্ন। রাজা দিলীপের এই অবস্থাকে লোকালোক পর্বতের সাথে তুলনা করে কবি বলেন —

সোঽহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ।।

শুধু উপমা নয়, উপমালঙ্কারের অবান্তর ভেদেরও প্রকাশ ঘটেছে রঘুবংশের এই সর্গে। পূর্বপূর্ব উপমেয়কে উত্তরোত্তর উপমানরূপে ব্যবহার করলে রসনোপমা অলঙ্কার হয়। রাজা দিলীপের চরিত্র বর্ণনায় রসনোপমালঙ্কারের প্রয়োগ করে কবি বলেছেন —

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ।

স্বভাবতঃ উপমা কাব্যরসিকদের অত্যন্ত প্রিয় অলঙ্কার। তার উপর সেই উপমা যদি শ্লেষানুপ্রাণিত হয় তবে তো কোন কথাই নেই। কবি রাজা দিলীপকে ঐশ্বর্যের গৌরবে সুমেরু পর্বতের সাথে উপমিত করছেন। পৃথক্ বিশেষণে যুগপৎ দিলীপ ও সুমেরু উভয়েই উপমিত —

সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বতেজোঽভিভাবিনা।
স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনা॥

স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির গুণে কালিদাসের বর্ণনা সর্বদাই জীবন্ত। কবির অলঙ্কারপ্রয়োগ নৈপুণ্য পাঠকবর্গকে চিরদিনই আকর্ষণ করে। অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগে কবির দক্ষতা অনবদ্য হলেও উপমা প্রয়োগে কালিদাসের স্বাতন্ত্র্য প্রবাদতুল্য। তাই সার্থকভাবেই বলা হয় —'উপমা কালিদাসস্য'। উপমার রসপুষ্টিযোগ্যতা লোচনকারও বলেন —

উপময়া যদ্যপি বাচোঽর্থোঽলঙ্ক্রিয়তে তথাপি।
তদেবালঙ্করণং যদ্ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি।

৪। 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অনুসরণে মহারাজ দিলীপের চরিত্র বর্ণনা কর।

উঃ ভগবান দেবদিবাকর সূর্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের কারণ। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে — 'সূর্যো আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'। জগৎ কারণ সূর্য হতে মহান সূর্যবংশের উৎপত্তি। বৈবস্বত মনু-ইক্ষ্বাকু ক্রমে সূর্যবংশ উত্তরকালে প্রবাহিত। মহারাজ দিলীপ এই বংশের সুযোগ্য উত্তরসাধক। মহাকবি সূর্যবংশের প্রদীপ স্বরূপ দিলীপের আবির্ভাবকে বর্ণনা করে বলেছেন—

তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব।।

ক্ষীর সমুদ্রে উদিত চন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল সূর্যবংশে রাজাধিরাজ দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন।

আজন্মশুদ্ধ ইক্ষ্বাকুকুলে বড় হয়ে দিলীপ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর স্কন্ধদেশ বৃষের মতো সুদৃঢ়, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, শালবৃক্ষের মতো নির্মেদ ও উন্নত এবং বাহুযুগল আজানুলম্বিত। মূর্তিমান ক্ষাত্রধর্মের প্রতীক দিলীপ সুমেরু পর্বতের মতো রত্নাকর। সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর তিনি অধীশ্বর — রাজাধিরাজ। শাস্ত্রজ্ঞ দিলীপ প্রজ্ঞার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। প্রজ্ঞাদ্বারা পরিচালিত তাঁর প্রারব্ধকর্ম সদা ফলযুক্ত—

আকার সদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভ সদৃশোদয়ঃ।।

শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী দিলীপ সমুদ্রের সাথে উপমিত। সমুদ্র একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর জন্তুর আশ্রয়, তেমনি সে রত্নাকর। যুগপৎ কোমল ও কঠোর রাজগুণে দিলীপচরিত্র ভূষিত। বর্ণাশ্রমবিধির প্রতিপালক দিলীপের প্রজাগণও মনুর বিধান অনুসারে পরিচালিত। রথচক্র যেমন সারথির নির্দেশ মান্য করে প্রজাগণও তেমনি মনুর বিধান বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করে না। তিনি প্রজাকল্যাণের জন্যই করগ্রহণ করতেন, ভোগবিলাসের জন্য নয়। সূর্য যেমন গৃহীত পার্থিব রস বৃষ্টিরূপে পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেয়, রাজা দিলীপও তেমনি গৃহীত রাজকরে প্রজাকল্যাণ সাধন করতেন — **সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।**

হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক — চতুরঙ্গ বল কেবল দিলীপের শোভা বর্ধন করতো। শাস্ত্রে অকুণ্ঠিত বুদ্ধি ও ধনুকে আরোপিত জ্যা — এই দুটিই তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ করতো। তাঁর মন্ত্রণা যেমন ছিল গোপনীয় তেমনি কার্যকরী। সাধারণ নাগরিকগণ ফল দেখেই তাঁদের প্রারব্ধকর্মবিষয় জানতে পারতেন। তিনি নির্ভীকভাবে নিজেকে রক্ষা করতেন, নীরোগ হয়ে ধর্মপালন করতেন, নির্লোভ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করতেন এবং অনাসক্তভাবে বিষয়সুখ ভোগ করতেন। জ্ঞানী হয়েও তিনি প্রগল্‌ভতা বর্জন করতেন, শক্তিমান হয়েও ক্ষমাবান ছিলেন। কারণ ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ — **শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা**। দানকার্যে কখনো তিনি অহঙ্কার অনুভব করতেন না—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।।

বিষয়ভোগে অনাসক্ত, বিদ্যাকুশল ও ধার্মিক দিলীপের জরা ছাড়াই বৃদ্ধত্ব ছিল। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও শীলবৃদ্ধত্বসম্পন্ন ছিলেন দিলীপ। তিনি শুধু প্রজাপালন করতেন না, প্রজাদের বিনয়শিক্ষা ও ভরণপোষণও সম্পাদন করতেন। তাই রাজা হয়েও তিনিই ছিলেন প্রজাদের প্রকৃত পিতা। রাজ্যরক্ষার জন্যই তিনি অপরাধীদের শাস্তি দিতেন, সন্তান প্রাপ্তির জন্যই দারপরিগ্রহ করতেন। তাই মনীষী-দিলীপের অর্থ ও কাম ধর্মস্বরূপ হয়েছিল। তাঁর শাসনে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। দেবপ্রীতির জন্য তিনি যজ্ঞ করতেন আর ইন্দ্র দিলীপের প্রীতির জন্য বৃষ্টি প্রদান করতেন —

দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্ বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্।।

ক্ষিতি, অপ্, তেজস্, মরুৎ, ব্যোমন্ — এই পঞ্চভূতের ন্যায় পরোপকারই ছিল রাজা দিলীপের ব্রত। সসাগরা পৃথিবী দিলীপ একটি নগরীর ন্যায় অনায়াসেই শাসন করতেন। যজ্ঞের দক্ষিণার ন্যায় মগধরাজকন্যা সুদক্ষিণা দিলীপের ধর্মপত্নী ছিলেন। ধর্মপত্নী সুদক্ষিণা ও রাজলক্ষ্মী দ্বারাই রাজা দিলীপ নিজেকে পত্নীযুক্ত মনে করতেন — *ত্বয়া মেনে মনস্বিন্যা লক্ষ্ম্যা চ বসুধাপিঃ।*

এভাবেই কবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্যের প্রথম সর্গের নায়ক, রাজগুণে বিভূষিত দিলীপের চরিত্র বর্ণনা করেন।